তামাকজাত দ্রব্যের (সিগারেট) খুচরা মূল্যের ওপর জাতীয় বাজেটে মূল্য ও কর পরিবর্তনের প্রভাব : একটি জরিপের ফলাফল

ভূমিকা

বিশ্বের যেসব দেশে স্বল্পমূল্যে তামাকজাতদ্রব্য পাওয়া যায় বাংলাদেশ তার অন্যতম। ফলে তরুণদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে ধূমপায়ীর হার বাড়ছে। একইসঙ্গে তামাকজাত রোগের কারণে মানুষের মৃত্যুর হারও আগের তুলনায় আরো উর্ধ্বমুখী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়াসহ তামাকজাত দ্রব্যে ডিডিটি, কার্বন মনোক্সাইড, আর্সেনিক, মিথানল, আলকাত্রা, নিকোটিনসহ ৭০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে[১], যার মধ্যে ৪৩টি সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত।

সারাবিশ্বে ধূমপানের কারণে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন এবং প্রতিবছর ৮২ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়।[২] যার মধ্যে ৭০ লাখ মানুষ সরাসরি তামাকপণ্য ব্যবহারের কারণে এবং ১২ লাখ মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানে শিকার হয়ে মারা যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশেই মারা যায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ। বর্তমানে বিশ্বের ১৩০ কোটি তামাক ব্যবহারকারীদের ৮০ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের।[৩] এর প্রধান কারণ এসব দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য খুবই কম।[৪]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধূমপানের এ ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) প্রণয়ন করে। এতে কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার প্রচারণা কার্যক্রম নিষিদ্ধ, সব ধরনের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত করা, সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী প্রদান, তামাক চাষীদের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সক্রিয় সহযোগিতা এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ ও মূল্য বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক গবেষণায় জানিয়েছে, ১০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধিতে ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ ধূমপান ত্যাগ করবে এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা হবে।[৫]

একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণাতেও প্রমাণ হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধি করলে রাজস্ব বাড়ার পাশাপাশি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যয় কমে, তেমনি ধূমপানের হারও কমে আসে। এ চিত্র ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, নরওয়ে, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিবছর নিয়মিতভাবে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ জরুরি হলেও বাংলাদেশে তা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া কর কিছুটা বাড়লেও সেটি তামাকের ব্যবহার হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারছেনা। যার প্রধান কারণ তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন না হওয়া।

সাদা পাতা, জর্দা, গুলসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যকে করের আওতায় আনলে এবং বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করলে এর প্রভাব সরাসরি ভোক্তার ওপর পড়বে। যেটা দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি। একইসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করতে হবে।

প্রতিবছর বাংলাদেশে নামমাত্র তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়লেও সেটাতে লাভবান হয় কেবল তামাক কোম্পানি। উৎপাদন দ্বিগুণ হলে মুনাফা বাড়ে অন্তত ৫ গুণ। ফলে ত্রুটিপূর্ণ ও জটিল তামাক কর কাঠামোর কারণে তামাক সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার কমিয়ে নিয়ে আসতে পারছে না বাংলাদেশ। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে গত পাঁচ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ৭১% থেকে ১১৭% বৃদ্ধি পেলেও তামাকজাত দ্রব্যের দাম সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। যেটা থেকে স্পষ্ট হয়, সস্তায় তামাকজাত দ্রব্য প্রাপ্তির কারণে মানুষের মধ্যে তামাক ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর বাজেটে তামাক জাত দ্রব্যের মূল্য ও করহার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তামাক কোম্পানীগুলো তামাক জাত দ্রব্যের মূল্য কী পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং বাজারে তা কী মূল্যে বিক্রি হয় এ নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো গবেষণা করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে আবারও এই গবেষণা পরিচালনা করে প্রাপ্ত উত্তরের জোরাল প্রমাণ পেতে চেষ্টা করেছি। এতে তামাক কোম্পানীর মূল্য নির্ধারণ ও বিপনন কৌশল উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবছর যে হারে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ করে থাকে সেটা তামাক ব্যবহার কমাতে যথেষ্ট নয়। বরং প্রচলিত চার স্তরভিত্তিক জটিল কর কাঠামো তামাক ব্যবহার না কমিয়ে মানুষকে অন্য স্তরের তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে সহায়তা করছে।

এহেন পরিস্থিতিতে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরে যে হারে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়ানো হয়েছে খুচরা ও পাইকারি বাজার এবং ভোক্তার ওপর তা কতোটা প্রভাব ফেলেছে সেটা জানা জরুরি।

এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের পর সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লেখা বাধ্যতামূলক করা হলেও তামাক কোম্পানি সেই আইন কতটা মানছে এই গবেষণায় সেটির ও একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণত দুইটি এক. সাধারণ লক্ষ্য, দুই. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

সাধারণ লক্ষ্য :

তামকজাত দ্রব্যের (সিগারেট) বাজার মূল্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য :

- বাজার মূল্যের ওপর বাজেটের প্রভাব অনুসন্ধান
- ঘোষিত বিক্রয় মূল্য ও প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের ফারাক নিরূপণ
- মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে তামাক কোম্পানির কৌশল অনুসন্ধান
- বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিরূপণ

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে সিগারেট উৎপাদনের জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি) প্রতিবছর নানা কৌশলে তাদের ব্যবসা বাড়িয়েই চলেছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নানা কারণে প্রতিষ্ঠানটির ৩ শতাংশ উৎপাদন কম হয়। কিন্তু তারা ঠিকই তাদের মুনাফা তুলে নিয়েছে। কারণ উৎপাদন কম হলেও ওই বছর তাদের মুনাফা বেড়েছে ২৮ শতাংশ! ২০০৯ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিটির ২৪ হাজার ৭০১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের বিপরীতে মুনাফা ছিলো ২ হাজার মিলিয়ন টাকা। মাত্র ৯ বছর পর অর্থাৎ ২০১৮ সালে ৫১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ১০ মিলিয়ন টাকা!

২০২১ সালে উৎপাদন হয়েছে ৬৬ হাজার ২২৩ মিলিয়ন স্টিক, ২০২২ সালে সেটি কমে হয়েছে ৬৩ হাজার ৮৭৭ মিলিয়ন স্টিক। কিন্তু রাজস্ব আয় না কমে বরং ৩৩ হাজার ৬৬০.১০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৫৮৫.৫০ কোটি টাকা ! যেটা সিগারেটে বহুস্তর বিশিষ্ট কর কাঠামোর কারণেই সম্ভব হয়েছে।

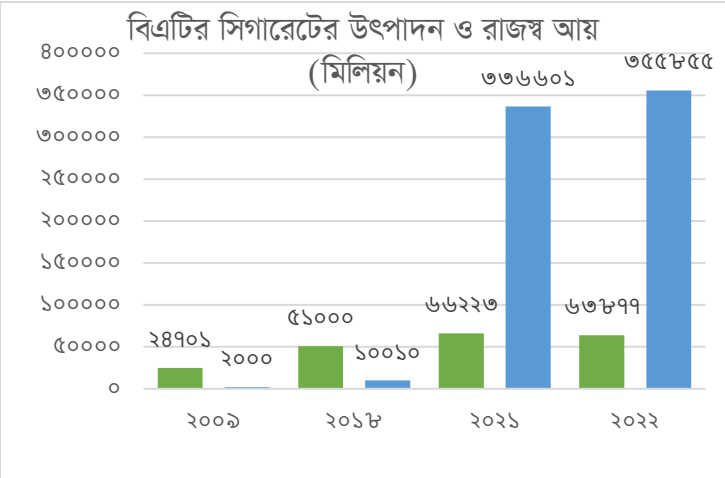

দেশের সিগারেটের বাজারের প্রায় ৭০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বহুজাতিক এ প্রতিষ্ঠানটির হাতে। শুধু বিএটি'র মাধ্যমেই ২০১৫ সাল থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে গড়ে ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ হারে। ২০১৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বিএটির সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ছিল ৭ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে ১৬ হাজার ৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ সময় কোম্পানির নিট মুনাফা ৪৩৮ কোটি থেকে ৮৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

২০১৫ সালের পর বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রি বেড়েছে ২৪ শতাংশ। যদিও সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাটের কারণে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৭ সাল থেকে বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রির

পরিমাণ কমেছে। কোম্পানিটির নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০১৭ সালে বিএটি বাংলাদেশ দেশে ৫ হাজার ৩২০ কোটি স্টিক সিগারেট বিক্রি করে। ২০১৮ সালে বিক্রি কিছুটা কমে ৫ হাজার ১৪২ কোটি ৫০ লাখ স্টিকে নেমে আসে। আর ২০১৯ সালে সিগারেটের দাম আরও বাড়ায় বিক্রি নেমে আসে ৫ হাজার ৭৪ কোটি ৪০ লাখ স্টিকে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সিগারেট বিক্রি প্রায় ৫ শতাংশ কমলেও নিট টার্নওভার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ।৮

এছাড়া ২০২০ সালে প্রথম ৯ মাসে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে সিগারেট বিক্রি ও রপ্তানি থেকে বিএটি বাংলাদেশের মোট আয় হয় ২০ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। এ সময়ে সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ১৬ হাজার ৩৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। এর ফলে সিগারেট বিক্রি থেকে বিএটি বাংলাদেশের নিট আয় দাঁড়ায় ৪ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি।৯

বাংলাদেশে প্রতিবছর বাজেটে কর বাড়ালেও সেটা তামাকপণ্য ব্যবহারে তেমন কোনো ভূমিকা রাখছে না। কারণ বর্তমানে দেশে প্রচলিত অ্যাডভেলরেম কর পদ্ধতি ও চার স্তর বিশিষ্ট বহুস্তরভিত্তিক কর কাঠামো মানুষকে সহজেই কম দামের তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে সহায়তা করছে। ফলে যখন কোনো তামাক পণ্যের দাম বাড়ানো হয় সহজেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেও দ্রব্য তারা গ্রহণ করতে পারে।

বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ যদি কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে ১৮.৭ ভাগ চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যখাতে সরকার ও জনগণের যে অর্থ খরচ হয় তা কমে আসবে।১২ অন্যদিকে ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, হেলথ ব্রিজ ও মানবিক এর এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের দাম বৃদ্ধি পেলে ৬০ ভাগ ধূমপায়ী পর্যায়ক্রমে তামাক ব্যবহার কমাবে এবং ২৮ ভাগ তামাক সেবন বন্ধ করবে।১৩

ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ (২০২৩) "তামাকজাত পণ্যের পাইকারি এবং খুচরা মূল্যের উপর জাতীয় বাজেটে মূল্য এবং ট্যাক্স পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন" বিষয়ক একটি সমীক্ষায় (২০২২-২৩) অর্থবছরে সরকারের রাজস্বের সম্ভাব্য ক্ষতি প্রদর্শন করেছে- যেখানে দেখানো হয়েছে এ অর্থবছরে কর ফাঁকির জন্য ৪৫৫৫ কোটি টাকা হারাতে হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার (আইএআরসি) দেখিয়েছে যে সীমিত পরিমাণ সম্পদ থাকা ও সাধারনত মূল্য সংবেদনশীল হওয়ার কারণে তামাকের ট্যাক্স এবং মূল্য বৃদ্ধির পরে, তরুণদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১১)।

বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের উপর করা একটি গবেষণায়, নিগার নার্গিস ও অন্যান্য গবেষকরা (২০২০), ভোক্তাদের কাছে বাজারে যেই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি করা হয় সেটি ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেন। এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের চার-স্তরযুক্ত অ্যাড ভ্যালরাম কর কাঠামোতে তামাক শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সিগারেটের বাজারে মূল্য নির্ধারণের কৌশলগুলি মূল্যায়ন করেছেন।

গবেষকরা অনুসন্ধান করে দেখেন যে উচ্চ-মূল্যের ব্র্যান্ডগুলির জন্য বাজারের খুচরা মুল্য, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি। যেহেতু সরকার দ্বারা নির্ধারিত মূল্যকেই করের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, সেক্ষেত্রে এইভাবে বেশি দাম রেখে উচ্চ-মূল্যের ব্র্যান্ডগুলিতে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা হয়। এটি একই সাথে কম দামের ব্র্যান্ডগুলির আপেক্ষিক মূল্য কমিয়ে আনে এবং ক্রমবর্ধমানহারে তাদের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এই গবেষণায় আরও উঠে আসে যে, বাংলাদেশে তামাক কোম্পানিগুলি একটি মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, যা সিগারেটের ব্যবহার কমানো এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার যে অভিপ্রেত নিয়ে কর নীতির পরিবর্তন করা হয় তার প্রত্যাশিত ফলাফল লাভকে ব্যাহত করেছে। বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক তামাক কর কাঠামো মূলত তামাক কোম্পানির মূল্য নির্ধারণের কৌশলকে উৎসাহিত করছে। একে প্রতিহত করতে গবেষকরা বর্তমান কর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।১৫

তামাক-মুক্ত বাচ্চাদের জন্য ক্যাম্পেইন, দ্য ইউনিয়ন, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং টোবাকোনোমিক্স তৈরি ফ্যাক্ট শীটে বাংলাদেশের বর্তমান তামাক কর কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে এবং যেখানে দেখা যায় ৬৫% আবগারি কর আরোপ করা এবং সমস্ত ব্র্যান্ডে ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি করলে ধূমপানের প্রবণতা ১৫.১% থেকে ১৪.০% হ্রাস পাবে কারণ ১.৩ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্করা ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ৮৯৫,০০০ যুবক ব্যবহার শুরু করবেন না। জনস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব ছাড়াও, এই সুপারিশটি ৩৯৬ বিলিয়ন টাকা কর রাজস্ব আয় করবে, যা বর্তমান কর রাজস্বের চেয়ে ৩০% বেশি। নিম্ন-স্তরের ব্র্যান্ডগুলিতে সিগারেটের দাম বৃদ্ধি ধূমপায়ীদের নিরুৎসাহিত করবে যারা উচ্চ-মূল্যের সিগারেট ধূমপান থেকে নিম্ন-স্তরের ব্র্যান্ডে যেতে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি পরিমাণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বল্প সময়ে সারাদেশের মাঠ পর্যায় থেকে ব্যাপক আকারে তথ্য সংগ্রহ করা দুরহ বিষয় হওয়ায় বাংলাদেশের মোট আটটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চারটি বিভাগকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ চার বিভাগ হলো ঢাকা, বরিশাল, খুলনা ও ময়মনসিংহ। গবেষণার সুবিধার্থে আমরা প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভাগীয় শহরসহ আরো ২টি জেলা শহরের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র বা পয়েন্ট অব সেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে প্রতিটি শহর থেকে মোট চারটি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চারটি বিভাগের সদর জেলা ছাড়া অন্য দুটি জেলা শহর দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চারটি বিভাগ থেকে মোট ১২টি জেলার ৪৮টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের তথ্য নেয়া হয়েছে। তামাক আইনে সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস থেকে এসব খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র বেছে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা শহরের সদর হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড, বাজার ও কোর্ট বা ডিসি অফিস এলাকার খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য নিয়ে এ গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সিগারেটের শলাকা বিক্রির তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় ২০২১-২২ এর তথ্য থেকে ২০২২-২৩ এর তথ্য বের করা হয়েছে।

সিগারেট বিক্রির পরিমাণ

মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ২৫টি ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অতি উচ্চস্তরের সিগারেট ৫টি, উচ্চস্তরের ৪টি, মধ্যমস্তরের ৫টি ও নিম্নস্তরের ৯টি।

বাংলাদেশে সিগারেটের খুচরা শলাকা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এ গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টিতেই সবচেয়ে বেশি খুচরা শলাকায় সিগারেট বিক্রি হয়। একইসঙ্গে ৪৮ বিক্রয়কেন্দ্রেই সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেট বিক্রি হয়। এছাড়া ১০ শলাকা সিগারেট বিক্রি হয় ২০টি ও ১২ শলাকার সিগারেট বিক্রি হয় ১০ টি (বেনসন সুইচ ও বেনসন রেগুলার) বিক্রয় কেন্দ্রে। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ৬৪৩টি খুচরা শলাকা বিক্রি হয় যা পূর্বে ছিলো ৩৮৪.২৯১টি। ২০ শলাকার বিক্রি হয় দৈনিক গড়ে ১০টি প্যাকেট, ১০ শলাকার ৫টি প্যাকেট এবং ১২ শলাকার ২টি প্যাকেট।

সার্বিক বাজার পর্যালোচনা

বাজারের বেশিরভাগ বিক্রেতাই সিগারেট ক্রয় করে স্থানীয় পাইকার বা ডিলার প্রতিনিধির কাছ থেকে। তাছাড়া প্রতিটি দোকানেই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে সিগারেটের প্যাকেট ভেঙ্গে খুচরা শলাকা হিসেবে ।

সিগারেটের মূল্য পর্যালোচনা

এখন দেখা প্রয়োজন সরকারের বাজেটে মূল্য বৃদ্ধির পর এসব পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ও ভোক্তাদের ক্রেতা মূল্যে কতোটা প্রভাব পড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চার-স্তরের সিগারেটের ১০ শলাকার দাম আগের অর্থবছর ২০২২-২৩ থেকে প্রায় ১ থেকে ১২ টাকা বেড়েছে। নিম্ন ও মাঝারি স্তরের সিগারেটের দাম ৪০, ৫২ ও ৬৫ টাকা থেকে যথাক্রমে ৪৫, ৫৪ ও ৬৭ টাকা। উচ্চস্তরে সিগারেটের ১২ শলাকার দাম ১৩৩.২ টাকা থেকে ১৪১.৬ টাকা এবং অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের ১২ শলাকা প্যাকেটের দাম ১৭০.২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮৬ টাকা করা হয়েছে।

সিগারেট : স্তরভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণ

অতিউচ্চস্তর (Premium tier)

আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে অতিউচ্চস্তরের ৮টি ব্যান্ডের সিগারেট শুধুমাত্র ২০ শলাকার এবং ১২ শলাকার দুই ধরণের প্যাকেটে বাজারজাত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বিএটির বেনসনের ৪টি ফ্লেভারের সিগারেট যথা বেনসন, বেনসন সুইচ, বেনসন ক্লু, বেনসন প্লাটিনাম বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এসব বিক্রয়কেন্দ্রে এ স্তরের সিগারেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বেনসন, বেনসন ক্লু ও বেনসন সুইচ এটি ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রেই বিক্রি হবার তথ্য পাওয়া গেছে; আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে অতিউচ্চস্তরের ৮টি ব্যান্ডের সিগারেট শুধুমাত্র ২০ শলাকার এবং ১২ শলাকার দুই ধরণের প্যাকেটে বাজারজাত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বিএটির বেনসনের ৪টি ফ্লেভারের সিগারেট যথা বেনসন, বেনসন সুইচ, বেনসন ক্লু, বেনসন প্লাটিনাম বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এসব বিক্রয়কেন্দ্রে এ স্তরের সিগারেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বেনসন, বেনসন ক্লু ও বেনসন সুইচ এর ২০ শলাকার সিগারেট যা ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রেই বিক্রি হবার তথ্য পাওয়া গেছে; এছাড়া বেনসন ক্লু ৪৬ টি, বেনসন প্লাটিনাম ৩৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয়। অন্যদিকে এক্সেমি সিগারেট কোন বিক্রয়কেন্দ্রেই বিক্রি হতে দেখা যায়নি।

তবে মার্লবোরো ব্র্যান্ডের শুধুমাত্র ২০ শলাকার প্যাকেট পাওয়া গেছে। যার মধ্যে মার্লবোরো আডভ্যান্স, মার্লবোরো গোল্ড, মার্লবোরো রেড সিগারেট ৯টি, ৭টি, ৩টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হবার তথ্য পাওয়া গেছে। জাতীয় বাজেটে চলতি অর্থবছরে অতিউচ্চস্তরের সিগারেটে ১০ শলাকার মূল্য ১৮৬ টাকায় নির্ধারণ করা হয়।

সংগৃহীত উপাত্তে দেখা যায়, খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের অধিকাংশ দোকানিদেরকেই কোম্পানির কাছ থেকে প্রায় সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যেই (গড়ে ৩১০ টাকা) প্রতি প্যাকেট সিগারেট ক্রয় করতে হচ্ছে । গবেষণায় দেখা যায় ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেটের গড় খুচরা বিক্রয় মূল্য ৩৩০.৭৯ টাকা।

একইভাবে সংগৃহীত উপাত্তে দেখা যায় ২০২৩-২৪ সালে প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হিসাবে ৩১০ টাকা মুদ্রিত থাকলেও খুচরা বিক্রেতাকে কিনতে হয়েছে ৩১০ বা তারে চেয়ে বেশি দামে (গড়ে ৩৩০.৮ টাকায়) এবং এই স্তরের সিগারেটের গড় খুচরা বিক্রয়মূল্য ছিলো বেনসন ৩৩২ টাকা, বেনসন ব্লু ৩৩২ টাকা, বেনসন সুইচ ৩৩২ টাকা, বেনসন প্লাটিনাম ৩৩৩ টাকা! এবং মার্লবোরো এডভান্স ৩৩০.৫৬ টাকা, মার্লবোরো গোল্ড ৩২৯.৩ টাকা, মার্লবোরো রেড ৩২৬.৬৭ টাকা! একইসঙ্গে প্রতি শলাকা ১৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭.৬৯ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।

ব্যান্ডের নাম	অতিউচ্চস্তর, ২০-শলাকার প্যাকেট							
	২০২৩-২৪				২০২২-২৩			
	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় বিক্রয় মূল্য	এক শলাকার মূল্য	প্যাকেটের গায়ের মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় বিক্রয় মূল্য	এক শলাকার মূল্য
বেনসন রেগুলার	৩১০	৩১১	৩৩২	১৭.২	২৮৪	৩১০.৬২৫	২৮৪.৪১২	১৫.৮
বেনসন ব্লু	৩১০	৩১১	৩৩২	১৭.২	২৮৪	৩১৪	২৮৬.৪	১৫.৮৬
বেনসন সুইচ	৩১০	৩১১	৩৩২	১৭.২১	২৮৪	৩১১.০৪	২৮৪.৩৯	১৫.৮২
বেনসন প্লাটিনাম	৩১০	৩১১	৩৩৩	১৭.২৬	২৮৪	৩১০	২৮৫	১৫
মার্লবোরো এডভ্যান্স	৩১০	৩১০.৫৬	৩৩০.৫৬	১৭.৭৭	২৮৪	২৮৫	২৮৪.৩৩	১৬
মার্লবোরো গোল্ড	৩১০	৩১০	৩২৯.৩	১৮	-	-	-	-
মার্লবোরো রেড	৩১০	৩১০	৩২৬.৬৭	১৯	-	-	-	-

টেবিল-১ অতি উচ্চস্তরের ২০- শলাকার সিগারেটের গড় ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্য

বেনসন, বেনসন ব্লু, বেনসন সুইচ ও বেনসন প্লাটিনাম এর ২০ শলাকার প্যাকেট সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে প্রায় ৫.৪ থেকে ৭.৪২ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। মার্লবোরো এডভান্স এর দাম গত বছরের তুলনায় ৯.১৫ শতাংশ বাড়লেও সেটি গত বছরের ১৬ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

বেনসন, বেনসন ব্লু, বেনসন সুইচ ও বেনসন প্লাটিনাম ১২ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য চলতি অর্থবছরে বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৮৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে (প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত)। কিন্তু ভোক্তার কাছে বিক্রি করা হচ্ছে যথাক্রমে গড়ে ১৯৬ টাকা, ১৯৬ টাকা, ১৯৬.২৭ এবং ১৯৭ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে প্রায় ৬ শতাংশ বেশি।

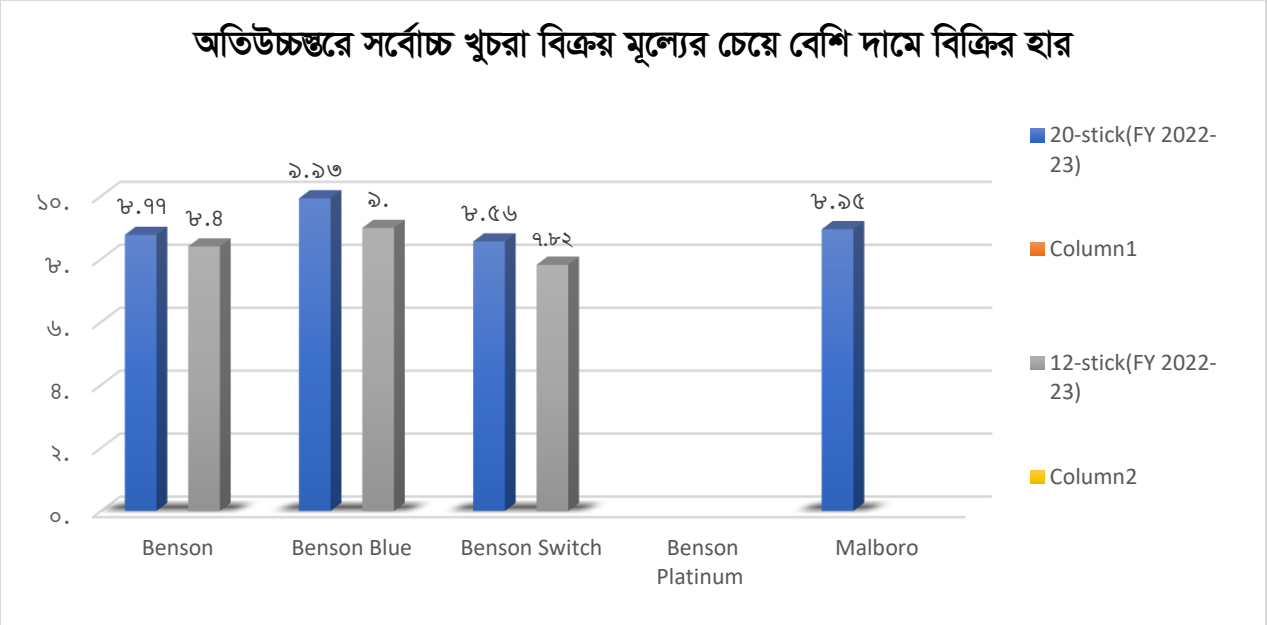

উচ্চস্তর (High tier)

আমরা আগেই জেনেছি, বাজেটে উচ্চস্তরের ১২ শলাকার দাম ১৩৩.২ টাকা থেকে বাড়িয়ে চলতি অর্থবছরে করা হয়েছে ১৪১.৬ টাকা। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ স্তরের সিগারেটের বাজার বিএটির দখলে।

বিএটি'র উচ্চস্তরের যথাক্রমে গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ স্পেশাল, গোল্ডলিফ সুইচ ও ক্যাপিস্টন নামে ৪টি ব্যান্ডের সিগারেট রয়েছে। এর মধ্যে গোল্ডলিফ ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৬টিতে পাওয়া গেছে। এছাড়া গোল্ডলিফ স্পেশাল ৪০টি ও গোল্ডলিফ সুইচ ৪৪টি, ক্যাপিস্টন ১৫টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। এ স্তরের কোনো ব্যান্ডেরই ১০ শলাকার প্যাকেট নেই।

ব্যান্ডের নাম	উচ্চস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট							
	২০২৩-২৪				২০২২-২৩			
	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় বিক্রয় মূল্য	এক শলাকার মূল্য	প্যাকেটের গায়ের মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় বিক্রয় মূল্য	এক শলাকার মূল্য
গোল্ডলিফ	২৩৬	২৩৭	২৫১.৫২	১৩	২২২	২২২.২৭৬	২৩৬.৪১৮	১১.৯৮
গোল্ডলিফ সুইচ	২৩৬	২৩৭	২৫১.৬	১৩	২২২	২২২.১৭৫	১৩৬.১৭৯	১২
গোল্ডলিফ স্পেশাল	২৩৬	২৩৭	২৫২	১৩				
ক্যাপিস্টন	২৩৬	২৩৬.৭৩	২৫২	১৩	২২২	২২১.৩৩	২৩৯.১৬৭	১২

টেবিল-২ উচ্চ স্তরের ২০- শলাকার সিগারেটের গড় ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্য

গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ সুইচ, গোল্ডলিফ স্পেশাল ও কাপিস্টান ২০ শলাকার সিগারেটের প্যাকেট বাজেট অনুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৩৬ টাকা হলেও গড়ে বিক্রি হয় ২৫২ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে প্রায় ৬.৬ শতাংশ বেশি।

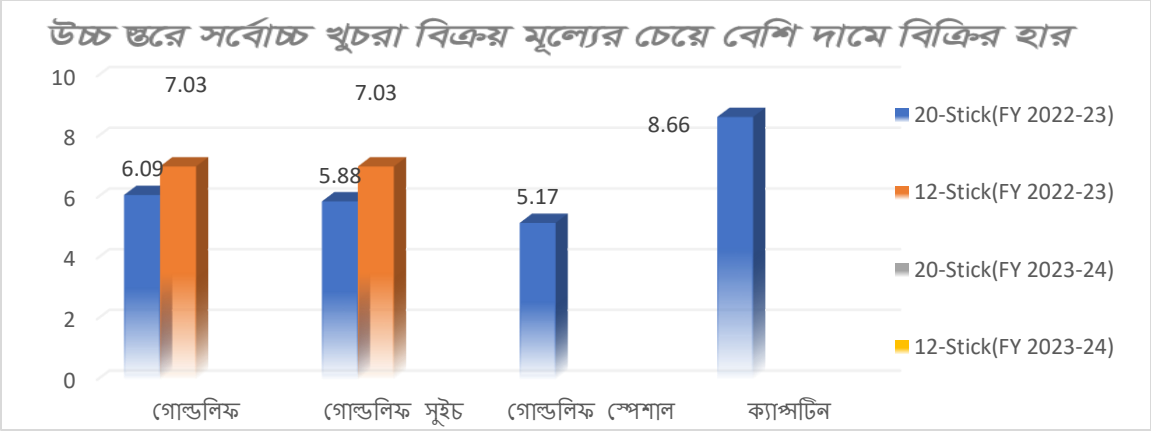

মধ্যম স্তর (Medium tier)

নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে ৬টি ব্যান্ডের মধ্যম স্তরের সিগারেট বিক্রির তথ্য উঠে এসেছে। এ চার ব্যান্ড হলো, বিএটি'র স্টার লাকি স্ট্রাইক সুইচ ও লাকি স্ট্রাইক, জাপান টোব্যাকোর নেভি, নেভি অপশন ও ক্যামেল ।

ব্র্যান্ডের নাম	মধ্যমস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট							
	২০২৩-২৪				২০২২-২৩			
	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় বিক্রয় মূল্য	এক শলাকার মূল্য	প্যাকেটের গায়ের মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় বিক্রয় মূল্য	এক শলাকার মূল্য
নেভি	১৩৪	১২৬.৪	১৪১.২	৭.২	১২৬	১২৬.০৯৩	১৩৫.৮৬	৭.০৮৮
নেভি অপশন	১৩৪	১২৩.৯	১৪১	৭.২	-	-	-	-
স্টার	১৩৪	১৪০.২	১৫২.২	৮	১৩০	১২৮.৯৯৬	১৩৮.৬২৯	৬.৯
লাকি স্টাইক সুইচ	১৬৮	১৬৮.৬	১৯২	১০	১৬৪	১৬৩.৯৪	১৯২.১৪৩	১০
লাকি স্টাইক	১৬৮	১৬৮.৬	১৯২	১০	১৬৪	১৬৪.০৪২	১৯৫.৬২৫	১০
ক্যামেল	১৩৪	১৩৪	১৪৯.১৭	৮	-	-	-	-

টেবিল-৩ মধ্যম স্তরের ২০- শলাকার সিগারেটের গড় ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্য

এই এ স্তরের সিগারেটের নেভি ও নেভি অপশনের প্রতি শলাকা বিক্রি হয় ৭ টাকায়।এছাড়া ক্যামেল ও স্টার বিক্রি হয় ৮টাকা করে। কিন্তু লাকি স্ট্রাইক ও লাকি স্টাইক সুইচ ১ শলাকা বিক্রি হয় ১০টাকা করে।

নেভি, নেভি অপশন, ক্যামেল ও স্টারের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৩৪ টাকা থাকলেও বিক্রি হয় গড়ে ১৪৬ টাকায় যেহেতু বিক্রেতাকেই কিনতে হয় গড়ে ১৩১.৬ টাকায়। স্টারের প্যাকেটের গায়ের দাম ১৩৪ হলেও এটি বিক্রি হয় ১৫২.২ টাকায় যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১৩.৫৮ শতাংশ বেশি। যা গত অর্থবছরের বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ১২.৫ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে এ সিগারেট গুলোর ১০ শলাকার সর্বোচ্চ মূল্য ৬৭ টাকা থাকলেও বিক্রি হয় গড়ে ৭২.৬ টাকায়। স্টারের ক্ষেত্রে যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১০.৭ শতাংশ বেশি।

লাকি স্ট্রাইক এবং লাকি স্ট্রাইক সুইচ এর কোন ১০ ও ১২ শলাকার সিগারেট পাওয়া যায়নি। এ সিগারেটগুলোর সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৬৮ টাকাহলেও বিক্রি হচ্ছে ১৯১.৭ টাকায় যা বাজারের মূল্যের চেয়ে ১৪.১১ শতাংশ বেশি।

নিম্ন স্তর (Low tier)

নিম্ন স্তরের ১১ টি ব্যান্ডের কোনোটিরই ১২ শলাকার প্যাকেট নেই। এ স্তরের সর্বাধিক বিক্রিত ব্র্যান্ড হল র্ডাবি।

পরর্বতী বিক্রিত ব্র্যান্ড রয়্যাল ও রয়্যাল নেক্সট ২০-শলাকা প্যাকেট ৩৩টি খুচরা আউটলেটে বিক্রি হয়েছে এবং ১৭টি খুচরা আউটলেটে ১০-শলাকা প্যাকেট বিক্রি হয়েছে। হলিউড, পাইলট ও ডার্বি স্টাইল ২০ শলাকার প্যাকটে ৩২টি খুচরা আউটলেটে পাওয়া গেছে। ১০-শলাকার প্যাকেট পাওয়া গেছে ৪টি আউটলেটে। অন্য ব্র্যান্ড যেমন শেখ হোয়াইট, শেখ রেগুলার, শেখ লেভেল আপ অল্প কিছু আউট লেটে পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু সিগারেট এলাকা ভিত্তিক জনপ্রিয় যেমন রিয়াল, লন্ডন কাট ইত্যাদি

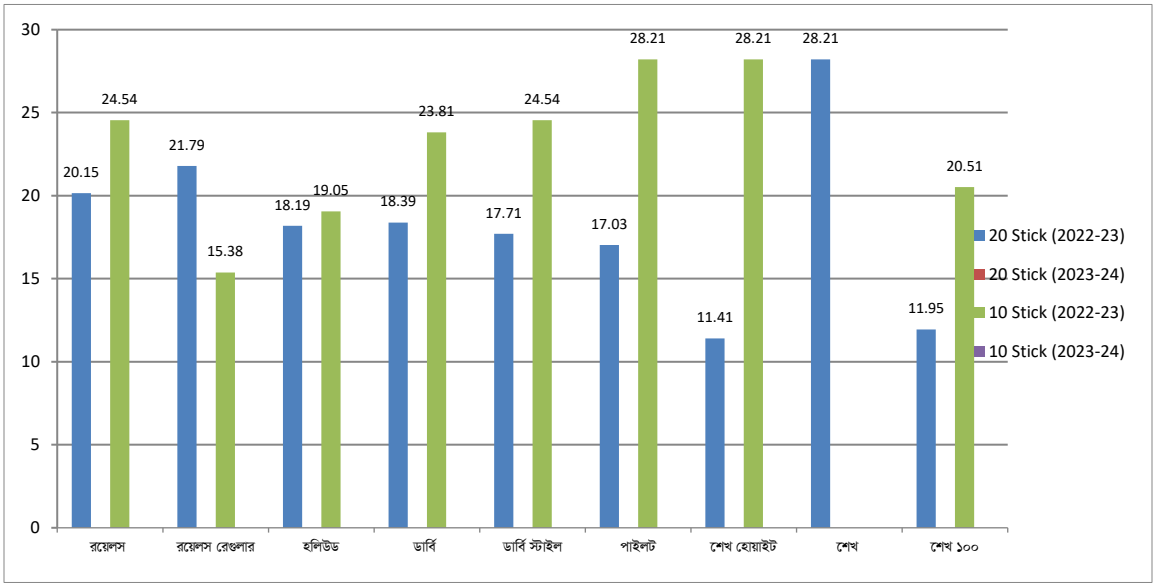

নিম্ন স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

বাকি তিন স্তরে অন্যান্য ব্র্যান্ডের মতো, নিম্ন-স্তরের সিগারেটের ব্র্যান্ডগুলোতেও সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের সাথে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ডার্বি,ডার্বি স্টাইল, পাইলট, হলিউডের ক্ষেত্রে একটি ২০-শলাকা প্যাকটের র্সবোচ্চ মূল্য ৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে চলতি র্অথবছরে এগুলো ৯৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিক্রয় মূল্য ২০২৩-২৪ এবং ২০২২-২৩ র্অথবছরের পরিপ্রেক্ষিতে ১২.৫০% বেশি।

এই ব্র্যান্ডগুলোর জন্য ১০- শলাকা প্যাকেটের সিগারেটের র্সবোচ্চ মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হলেও এটি খুচরা আউটলেট ৪৯ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে যা র্সবোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৮.৫% বেশি।

রয়েল এবং রয়েল নেক্সট উভয় ব্র্যান্ডের একটি ২০-শলাকা প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১০৮ টাকা কিন্তু সেগুলি যথাক্রমে ১১৯ টাকায় বিক্রি হয়। যা নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১০.৪% বেশি এবং ১০ শলাকা সিগারেটের জন্য ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে যা ৪৯.৪ টাকায় বিক্রি হয়।

এছাড়া, শেখ, শেখ হোয়াইট এবং শেখ ১০০ সিগারেটের ২০-শলাকা প্যাকেটের সর্বোচ্চ মূল্য ৯০ টাকা হলেও এগুলো যথাক্রমে ৯৫.৪ টাকা, ৯৬ টাকা এবং ৯৮.৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে যা খুচরা মূল্যের থেকে যথাক্রমে ৬%, ৬.৭% টাকা ও ৯.২২% বেশি, এবং গত আর্থিক বছরের তুলনায় ১২.৫% বেশি।।

ব্যান্ডের নাম	নিম্নস্তর, ১০ শলাকার প্যাকেট					
	২০২৩-২৪			২০২২-২৩		
	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	ক্রেতার ক্রয় মূল্য	প্যাকেটে গায়ের মূল্য	খুচরা বিক্রেতার গড় ক্রয় মূল্য	ক্রেতার ক্রয় মূল্য
ডার্বি	৪৫	৪৪	৪৮.৭	৪০	৪০.৩৫৩৫	৫০

ডার্বি স্টাইল	৪৫	৪৪.১	৪৯	৪০	৩৯.৫	৫০
রয়েল	৫৪	৫৪.৩	৫৯.৪	৫২	৫২.১৬৩	৬০
রয়েল নেক্স	৫৪	৫৪.৩	৫৯.৫	৫২	৫২	৬০
হলিউড	৪৫	৪৪	৪৮.৫	৪০	৪০	৫০
শেখ	৪৫	৪১	৪৫	৪০	৩৯.৮৫৭	৫০
শেখ হোয়াইট	৪৫	৪১.৮	৪৭	৪০	৩৯.৭৫	৫০
পাইলট	-	-	-	৪০	৪০	৫০

টেবিল-৪ নিম্ন স্তরের ১০- শলাকার সিগারেটের গড় ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্য

সিগারেটের রাজস্ব ফাঁকি :

তামাকজা দ্রব্য বিপণনে তামাক কোম্পানির এই অপ কৌশলের কারণে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে যার পরিমাণ হতে পারে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

স্তর	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	খুচরা বিক্রয় মূল্য	মূল্যের পার্থক্য	মূল্যের পার্থক্য%	মোট কর হার (SD+VAT+HDS)	অতিরিক্ত মূল্য থেকে সরকারের প্রাপ্য (টাকা)	২০২১-২২ অর্থবছরে বিক্রি (২০ শলাকার প্যাকেট, কোটিতে)	রাজস্ব ফাঁকি (কোটি টাকা)
অতিউচ্চ	৩১০	৩৩০.৮	২০.৮	৬.৭%	৮১%	১৬.৮৫	২৮.৯২	৪৮৭.৩০২
উচ্চ	২৩৬	২৫১.৭৮	১৫.৭৮	৬.৬৯%	৮১%	১২.৭৮	১৩.৩৮	১৬৫.৬৫
মধ্যম	১৩৪	১৪৬	১২	৯%	৮১%	৯.৭২	৩৪.৫২	৩৩৫.৫৩
নিম্ন	৯০	১০১.৮	১১.৮	১৩.১১%	৭৩%	৯.৫৬	৩১৩.৪১	২৯৯৬.২
মোট								**৩৯৮৪.৬৮**

গবেষায় প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে রাজস্ব ক্ষতি বের করতে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন স্তরে সিগারেট বিক্রির পরিমাণকে চলতি অর্থবছরের সম্ভাব্য বিক্রির পরিমাণ হিসাবে ধরা হয়েছে। এখানে মোট বিক্রিত শলাকাকে ২০ শলাকার প্যাকেটে রুপান্তর করা হয়েছে কারণ বাজারে প্যাকেট হিসাবে ২০ শলাকার প্যাকেট সর্বাধিক বিক্রি হয়। সিগারেট বিক্রির তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইনে প্রথমে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু আবেদনে সাড়া না দেয়ায় একই আইনে আপিল আবেদনের মাধ্যমে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য এবং গবেষণায় পাওয়া বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের খুচরা বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে কর হিসাবে (SD+VAT+HDS) সরকারের প্রাপ্য অংশ হিসাব করে চলতি অর্থবছরের সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি বের করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, অতিউচ্চ স্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩১০ টাকা হলেও বিক্রি করা হচ্ছে বেশি দামে। এর গড় খুচরা বিক্রয়মূল্য ৩৩০.৮ টাকা। সেই হিসাবে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর থেকে কর আদায় করা সম্ভব হলে উচ্চ স্তরের সিগারেট থেকে সরকার আরও প্রায় ৪৮৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা বেশি কর পেতে পারতো। একইভাবে উচ্চ স্তর থেকে প্রায় ১৬৫.৬৫

কোটি টাকা, মধ্যম স্তর থেকে প্রায় ৩৩৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা এবং নিম্ন স্তর থেকে আরও ২৯৯৬ কোটি ২০ লাখ টাকা অতিরিক্ত কর আদায় সম্ভব হতো। এভাবে বছরে মোট প্রায় ৩৯৮৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হতো।

এটা সাধারণ হিসাব যে, যদি প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত সবোচ্চ খুচরা মূল্যে সাধারণ ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে হয় তাহলে কোম্পানিকে যৌক্তিক পরিমাণ কম মূল্যে বা কমিশনে বাজারে সবরাহ করতে হবে। যেহেতু খুচরা বিক্রেতাকে কোম্পানির সবরাহকারীর কাছ থেকে প্রায় গায়ের দামে কিনতে হচ্ছে, তখন তিনি স্বাভাবিক কারণেই বেশিদামে বিক্রি করছেন। থেকে এটি স্পষ্ট যে কোম্পানি পরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য এই অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে। যেহেতু অনৈতিক পন্থায় কোম্পানি এই মুনাফা অর্জন করছে সেহেতু এই মুনাফা তারা প্রদর্শন করছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে।

ফলাফল

পরোক্ষ করের কারণে মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও, এটি শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের উপর এসেই বর্তায়। তামাকের পাইকারি বিক্রেতাদের খুচরা দামের কাছাকাছি মূল্যে তা কিনতে হয়। ফলস্বরূপ, তারা প্যাকেটে লেখা দামের চেয়ে বেশি দামে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। অতি উচ্চস্তরের ব্র্যান্ডের জন্য বৃদ্ধি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি ছিল।

কর বৃদ্ধির ফলে তামাকের যে দাম বৃদ্ধি পায় তা আয় বৃদ্ধির প্রভাবকে ছাড়িয়ে যাওয়া বা তামাক সেবন হ্রাস করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এছাড়া বিক্রয় হ্রাস, উচ্চ কর আরোপ রাজস্বের উপর খুব একটা প্রভাব ফেলবে না। বরং, এটি তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা হ্রাস করতে এবং তরুণদের নিরুৎসাহিত করতে সহায়তা করবে। এই গবেষণার ফলাফলগুলি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্মুখীন দেশগুলির নীতিনির্ধারকদের জানায় যে, তামাকের ব্যবহার কমাতে, আয় বৃদ্ধির প্রভাবকে প্রতিরোধ করতে, উল্লেখযোগ্য কর বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ার প্রয়োজন।

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা বাস্তবায়নে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক বলেই মনে হয়। তবে সেটা জন্য এখনই যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেটা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ২০৪০ সালকে লক্ষ্য রেখে তামাক মুক্ত করণে জরুরিভিত্তিতে একটি তামাক করনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার কোনো বিকল্প নেই। একটি বশিষ্টি তামাক কোম্পানীতে সরকারী শয়োর অপসারণ এবং তামাকরে উপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক পুনঃস্থাপন। তামাক শল্পি থকেে কোনও সর্মথন গ্রহণ না করার ব্যাপারে সরকারী সংস্থাগুলকিে সংবদেনশীল করতে হবে। সরকারকে তামাক কোম্পানরি র্কপোরটে সামাজকি দায়বদ্ধতা র্কাযক্রম নষিদ্ধি করতে হবে এবং এফসটিসি-র সাথে সামঞ্জস্য রখেে বদ্যিমান তামাক নয়িন্ত্রণ আইন সংশোধন করতে হবে। যুবকন্দ্রেীক সৃজনশীল নীতি এবং যুব সমাজে তামাক প্রতরিোধকে আরও অগ্রাধকিার দতিে হবে। বাণজ্যিকি সমস্যা না ববিচেনা করে তামাক নয়িন্ত্রণকে একটি সামাজকি, জনস্বাস্থ্য, এবং জীবনযাত্রার মানরে জন্য হুমকচিমনে করা উচতি।

সুপারিশ

১. সিগারেটে বহু স্তরে না রেখে দুই স্তরে নিয়ে আসতে হবে।

২. সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করা। নিয়ম অমান্যকারীদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি পূর্ববর্তী অবৈধ ব্যবসার জন্যও মাসুল আদায় করা।

৩. বাজার মনিটরিংয়ে গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৪. বিদেশি সিগারেট দেশে প্রচলিত তামাক কর কাঠামো অনুযায়ীই বিক্রি নিশ্চিত করা। অনিয়ম করলে প্রয়োজনে আমদানি নিষিদ্ধ করা।

৬. সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ এতে সরকার বিপুল রাজস্ব হারানোর পাশাপাশি তামাক সেবককারীরাও আরো উৎসাহিত হয়।

৭. সিগারেটে অ্যাডভেলরেম কর পদ্ধতির পরিবর্তে রাজস্ব বৃদ্ধি ও তামাকের ব্যবহার কমাতে সুর্নিদিষ্ট করারোপ পদ্ধতি আরোপ করতে হবে।

৮. সার্বিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে একটি জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৯. তামাক কোম্পানি থেকে সরকাররে অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করা এবং বিকল্প রাজস্ব উৎসের সন্ধান করতে হবে।

১০. তামাক চাষীদের জন্য নতুন এবং বিকল্প র্কমসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং তামাকের পরিবর্তে অন্যান্য সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারকে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/drishtikon/2015/06/02/52349.html

২. https://www.jagonews24.com/health/news/563318

৩. https://cutt.ly/CUV1SqK

৪. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020

৫.https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Cost-effectiveness%20of%20price%20increases.pdf

৬. https://bit.ly/2IE2uVa; retrieved on 14.11.2020

৭. https://bit.ly/2IE2uVa retrieved on 14.11.2020

৮.https://www.deshrupantor.com/business-print/2020/10/25/254224; retrieved on 14.11.2020

৯.https://www.deshrupantor.com/business-print/2020/10/25/254224; retrieved on 14.11.2020

১০. https://cutt.ly/gUV0tQd

১১. http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/article/articledetail/Resource/169

১২. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020

১৩. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020

% increase of cig 2022-23 and 2023-24.

Buy products Mostly from representatives of dealers and local wholesaler